R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG. 112

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৪৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৬৯শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৬ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৯০ সাল
২০শে এপ্রিল, ১৯৮৩ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ষডাক ১৪

আফিসারদের টালবাহানায় পাগলা'য় সেতু তৈরীর পরিকল্পনা ভেস্তে গেল

বিমান হাজরা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের সঙ্গে ভায়া খিদিরপুর ৩৪নং জাতীয় সড়কের সংযোগরক্ষাকারী পাগলা নদীর উপর সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বালিঘাটায় যে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, গত মাসে সেই পরিকল্পনা রূপায়ণ ফের স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার আর ভি রস্থিদেবন জঙ্গিপুর ব্যারেজটি পরিদর্শনে এসে এই স্থগিতাদেশ জারী করেছেন। বহু আকাঙ্খিত এই সেতুটি নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয় ১৯৮০ সালে। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী এ বি এ গণিখান চৌধুরীর নির্দেশে। এর পর দীর্ঘ ৩ বছর কেটে গেছে। তবু অফিসারস পর্যায়ে টালবাহানা ও থামখেয়ালীপনার ফলে মাত্র সাড়ে চার লক্ষ টাকার এই পরিকল্পনাটির রূপায়ণ সম্ভব হয়নি। সেতুটি নির্মাণে টেণ্ডার আহ্বান করে কয়েকটি বিজ্ঞাপন ভারতবর্ষের বহু সংবাদপত্রে প্রকাশ করার জন্য বেশ কয়েক হাজার টাকা জলে গেছে। প্রত্যেক বারই সে বিজ্ঞাপন পুনরায় বিজ্ঞাপন মারফতে বাতিল করা হয়েছে। এ রকম ঘটনা ঘটেছে অন্ততঃ বার পাঁচেক। শেষ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এ বছরের জানুয়ারীতে। পরে এপ্রিল মাসে তা বাতিল করা হয়েছে। 'জমি অধিগ্রহণ না হওয়ায়' পরিকল্পনাটি বাতিলের কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দীর্ঘ ৩ বছর আগে সেতুটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। অফিসার পর্যায়ে একটি ফাইল তৈরী ছাড়া এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মিঞাপুরের উন্নয়নে পঞ্চায়েত প্রধানের দুটি প্রস্তাব কার্য্যকরী হয়নি

অচিন্ত্য সরকার : গ্রামের নাম মিঞাপুর। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন লাগোয়া হাজার খানেক লোকের বসতি ঘন গ্রামটির যথেষ্ট নাম-ডাক এতদ্ অঞ্চলে। লক্ষ লক্ষ টাকার চালের কারবার চলে এখানে দিনভর। শহরের পালে-পার্বনে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থের যোগানদার মিঞাপুর। তবু গ্রামটির দিকে নেক নজর নেই কারও। না সরকারের, না বেসরকারী উদ্যোগীদের। পঞ্চায়েতের ভূমিকাও খুব একটা প্রশংসার নয়। এ যাবৎ গ্রামে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ডাকঘরও খোলা হয়নি। চালু হয়নি ব্যাংক। গড়ে ওঠেনি পাঠাগার বা স্থায়ী ক্লাব। এ সব তৈরীতে উদ্যোগও নেই স্থানীয় মানুষজনের। একমাত্র বাজারটি আজ বিপদজনক। পণ্য সামগ্রীর বেচা-কেনায় পথচলা বিষম দায় হয়ে উঠেছে। পথের দু'পাশে রিক্সোর সারি। ষ্ট্যাণ্ডের অভাবে এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে তারা যাত্রীর প্রতীক্ষায়। গোটা বাজার জুড়ে জেলা পরিষদের রাস্তায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য বে-আইনি দোকান-ঘর। তার অনেকগুলিতেই পাপ ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছে। গাঁজা-মদ এখানে অনায়াসলভ্য। গা লাগোয়া জঙ্গিপুর রেল ষ্টেশনটিকেও এর ছোঁওয়া লেগেছে।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কংগ্রেস কর্মীকে পিটিয়ে খুন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কার শঙ্করপুর গ্রামে রাব্বান সেখ নামে এক কংগ্রেসী সমর্থককে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২৭ মার্চ বেলা ৩ টে নাগাদ। অভিযোগ, সি পি এমের একদল লোকের হাতেই রাব্বান খুন হয়। পুলিশ রাব্বানের খুনীদের গ্রেপ্তার করছে না বলে কংগ্রেসীরা অভিযোগ করেছেন।

প্রাণদায়ী লোড সেডিং

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'লোড সেডিং' প্রতিনিয়ত উচ্চারিত এই শব্দটি নিয়ে সাধারণ মানুষের বিরক্তির শেষ নেই। অথচ সোমবারের লোড সেডিং এক ব্যক্তির জীবনে এসেছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। বছর তিরিশের ঐ যুবকটির নাম কুতুবুদ্দিন সেখ। সেদিন জর-দুপুরে ফিউজ ঠিক করতে টাওয়ারে উঠেছিল সে। অসাবধানতায় তার হাত জড়িয়ে যায় বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে। কিন্তু ইতিমধ্যেই নামে লোড সেডিং। গ্রামের লোকজন ছুটে এসে টাওয়ার থেকে নামিয়ে আনেন তাকে।

উচ্চ মাধ্যমিক নিয়ে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরীক্ষা কেন্দ্রে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার অঙ্কের দিনে জনৈক শিক্ষক জঙ্গিপুর কলেজের বিজ্ঞান শাখার ছাত্রদের কাছ থেকে লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে অভিযোগ এসেছে। অবশ্য প্রধান শিক্ষকের হস্তক্ষেপে ঘটনা শেষ পর্যন্ত বেশী দূর গড়াতে পারেনি। এদিকে জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রে উৎপল মণ্ডল নামে এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রতিহিংসার বলি হয়েছেন বলে তার

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভাঙ্গনরোধে কাজ দেখতে বাংলাদেশী দল

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৪ সদস্যের বাংলা-দেশী বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি মুরশিদাবাদ ও মালদহের গঙ্গাভাঙ্গন কবলিত বিভিন্ন এলাকায় স্পার বাঁধানোর কাজ সরজমিনে পরিদর্শন করেন গত দু'দিনে। ঐ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন সে দেশের সেচ দপ্তরের সচিব। জানা গেছে একদল ভারতীয় প্রতি-নিধিও রাজসাহীতে ভাঙ্গন প্রতিরোধে সে দেশের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে বাংলাদেশে যাবেন বৃহস্পতিবার। তাঁরা সম্ভবতঃ রবিবার ফিরবেন। এই প্রতিনিধি দল আদান-প্রদানের উদ্দেশ্য হল ভাঙ্গন প্রতিরোধে স্পার নির্মাণ পরস্পরের স্বার্থহানিকর কিনা খতিয়ে দেখা। পরে ঐ প্রতিনিধি দলটি নিজের নিজের দেশে ফিরে এ সম্পর্কে একটি করে রিপোর্ট পেশ করবেন।

পুকুর খুঁড়তে পুকুর চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাহাড়-ঘাটী বোনা গ্রামে ৪০ হাজার টাকা দিয়ে একটি পুকুর খোঁড়ার ঘটনা নিয়ে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ৩৫৩ দাগের (অনুপনগর মৌজা) ৩ একর জমি দেখিয়ে পুকুরটি খননের স্কীম সরকারী অনুমোদন পেলেও আদপেই ঐ পরিমাণ জমি ঐ প্লটে নেই। জে এল আরও অফিস সূত্রে জানা যায় ঐ প্লটে ২.২৪ একর খাস জমি ছিল। তার মধ্যে '৭২ সালে ১.৩২ একর জমি পাট্টা বন্দোবস্ত দেওয়া হয় ভূমিহীনদের। বর্তমানে সেখানে ৯২ শতক জমি রয়েছে। ঐ জায়গার উপর পুকুর খুঁড়তে ৪০ হাজার টাকা খরচ পুকুর চুরি ছাড়া কিছুই নয়। পুকুর খুঁড়তে এই

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৯০ সাল

পঞ্চায়েত কেন্দ্রিক

আমরা এমনটি আশা করি না। নিশ্চয়ই শেষ পর্যন্ত একটা সুরাহা হইবে। সেই সুরাহার পরিপ্রেক্ষিতে একটা স্থিতাবস্থা দেখা দিবে।

কথাটা হইতেছে, এই মহকুমার আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া। রাজ্য শাসনে বিভিন্ন দল লইয়া যে তিলোত্তমার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে লক্ষ্যের একমুখীনতা না থাকিলে শাসনকার্য ব্যাহত হইবে। ইহা সত্য। সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত দলের মধ্যে এক সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর সমঝোতার প্রয়োজন। জনগণ আশা করেন, এইরূপই হইবে। গত সংখ্যায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, মহকুমায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে আসন বন্টনের ব্যাপারে শরিকী দ্বন্দ্ব শুরু হইয়াছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বোঝা-পড়া হইতে পারে নাই। ফলতঃ বিভিন্ন কেন্দ্রে বামফ্রন্টের দলগুলির প্রার্থীরা পারস্পরিক লড়াইয়ে নামিতেছেন।

যদি এই রকমই চলে অর্থাৎ যদি বামফ্রন্টের শরিকী দলগুলি পরস্পর মতানৈক্য অব্যাহত রাখেন, তবে পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্বটি যে নিতান্ত সুখকর হইবে না, ইহা নিঃসন্দেহ। একেইত রাজ্যে যে কোনও ভাবে খুনখারাবি হইলেই দলীয় তৎপরতা বাড়ে এবং একে অপরকে দায়ী করেন ও তাহাতে মন কষাকষির সৃষ্টি হয়। বদলা লওয়ার কথাও শুনা যায়। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে? যে যাইবার সে চলিয়া যায়। রাখিয়া যায় ঝগড়ার ফরমুলা।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব যদি থাকিয়াই যায়, তবে খুনা-খুনির আশঙ্কা প্রত্যেকেই করিবেন। আধুনিক রাজনীতির ইহাই ফলশ্রুতি। আর তাহাতে কোন্ সারির কে যে যাইবেন, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু আমরা আশা করিব, এই নির্বাচন নিরুপদ্রব হোক। মানুষ বাঁচুক। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব হইতে যে নর-মেধ যজ্ঞের ঘৃণ্যাগ্নি প্রজ্বালিত হইয়া-ছিল, তাহারই রেশ আজ অন্য আকারে প্রকট। যাহা সাম্প্রদায়িক নয়। এখন দাঁড়াইয়াছে দল-কোন্দল এবং তজ্জনিত হত্যালীলা। এখনও সময় আছে। সুস্থ মাথায় পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন এবং তাহার ভিত্তিতে এই নির্বাচন একান্ত কাম্য।

॥ ভিন্ন চোখে ॥

১৩৮৯ সাল যাবার আগে বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করে গেছে। তবে সে গানের ভাষা ও সুর অতি করুণ। জানিয়ে গেছে শেষের দিনটি অতি ভয়ঙ্কর। বর্ষ শেষের গানের শিকার হয়েছে অনেকে। বিশেষ করে চব্বিশ পরগণার গাইঘাটা ও বনগাঁর বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর ঘূর্ণি ঝড়ের তাণ্ডবদৃশ্য এই মুহূর্তে চোখের সামনে ভাসছে। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে কি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে গেল। কয়েক মিনিটে গ্রামগুলি পরিণত হল শ্মশানে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। হাহাকার। সর্বহারাদের বুক ফাটা আর্তনাদ। গাছপালা-শস্য-গবাদি পশুরাও রেহাই পায়নি এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে।

বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। নানান দিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। তবুও বিজ্ঞান প্রকৃতির উপর পুরোপুরি আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। তাই 'প্রকৃতি-উপাসনা' পর্ব এখনও চলছে। আবহাওয়া বিশারদেরা ঘূর্ণি ঝড়ের পূর্বাভাষ জানালেও সেটা রোধ করবার উপায় আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেননি। প্রকৃতির কাছে বিজ্ঞান তাই আজও শিশু।

এসেছে বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ। মনে পড়ছে সিংজল, ঠাকুরনগর, কেমিয়া, গরীবপুর, চিকনপাড়া, দীঘা, কলাসিম, ধরমপুর প্রভৃতি গ্রামের হতভাগ্যদের কথা। মনে পড়ছে সরস্বতী হালদারকে। শুভ বোশেখে সে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে চলেছিল। সে জীবনে আর প্রবেশ করা হোল না।

মৌনী তাপস বৈশাখের দিন শুরু হল। বৈশাখী রুক্ষতা—কঠিনতা এখনও প্রকৃতিকে গ্রাস করেনি। ঘূর্ণি ঝড় বিধ্বস্ত মানুষের আর্তনাদ যেন স্পর্শ করেছে প্রকৃতিকে। তাই রুক্ষ-কঠিন বৈশাখের আকাশে জলভরা মেঘ। মাঝে মাঝে আকাশ-চাদর ভেঙে ধারাপাত। বাতাসে অস্বাভাবিক শীতলতা। এ যেন সেই শোকপালনের পূর্বাভাষ।

মণি সেন

চুরি-ডাকাতি ও দুর্নীতি দমন

রচনা : *দাদাঠাকুর*

পরাধীন ভারতেও চোর, ডাকাত, দুর্নীতিপরায়ণ লোক যথেষ্ট ছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল ভারতবাসী যেমন স্বাধীন হইয়াছে, ভারতবাসী চোর, ডাকাত, ঘুষখোর —এরাও স্বাধীন হইবে না, তাহার কারণ কি? এরা বেপরোয়া নিজেদের ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছে। স্বাধীন ভারতে সবাই স্বাধীন, সুতরাং এরাই বা ধরা পড়িয়া জেলে পরাধীন হইতে যাইবে কেন? কবি জোর গলায় বলিয়াছেন—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়"!

চোর ধরিবার জন্য দেশের শান্তিরক্ষক নামধারী পুলিশ বিভাগ আছে। চোরের শাস্তি বিধানের জন্য ফৌজদারী আদালত আছে। দেশে যত চুরি ডাকাত হয়, ধরা পড়ে তার অতি সামান্য অংশ। আদালতে বিচারার্থ হাজির করা হয় সেই অংশেরও সামান্য অংশ। বিচারে খালাস হয় বেশীর ভাগ দণ্ড যাহারা পায়, লোকে বলে—তাহারাই গাধা চোর, বা তাদের তদ্বির করার লোক নাই। বিচারক তো বিচার করিবেন সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া? সাক্ষী যা বলিবে যদি আসামীর উকীল মোক্তারের কূট বুদ্ধিতে থতমত খাইয়া কথার খামিয়ত ক'রে ফেলে বিচারক আইনানুসারে সন্দেহের ফল আসামীকে দিতে বাধ্য হন। সুতরাং ধরা পড়িলেই যে চোরের সাজা হইবে এ আশা করা দুরাশা। সুতরাং জেল বিভাগটী বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—এই চোর-ডাকাত-দুর্নীত জনগণের এক সামান্য সংখ্যক নির্বোধ বা কারাবাস-প্রীতি সম্পন্ন মুষ্টিমেয় দুর্ভাগ্যেরা। দেশ-নেতারা ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছেন—অপরাধ হইতেছে, অপরাধীও আছে, কিন্তু প্রমাণ নাই কি করা যাইবে! ইহাদের এই অসহায় অবস্থা দেখিয়া আমাদের ছেলেবেলাকার শোনা এক গল্প মনে পড়িল—

এক ধনী জমিদার বাড়ীতে অনেক নগদী, দারোয়ান ছিল। সকলের উপরে ছিল যে, তাকে জমাদারজী বলা হইত। এরা জমিদারের ডাল রোটির দৈনিক সদ্ব্যবহার এবং মাসে মাসে নগদ রূপেয়ার সদ্গতি করিতে ত্রুটি করিত না। মহালে প্রজাদের উপর জোর জুলুম করিয়া খোড়াবহুৎ উপরি ভি কামাতো। রোজ সন্ধ্যার সময় ঢোলক করতালের সুমধুর বাদ্যসহ রামগুণগান-কীর্তন করিয়া পল্লীবাসীর কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। হোলীর সময় দোল পূর্ণিমার রাত্রে সকলে আনন্দে সুমধুর বৃন্দাবন লীলার গান গাহিয়া, ধর্ম্মার্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাঙ্ (সিদ্ধি) পান করিয়া, মধ্যরাত্রে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে লাগিল। একদল ডাকাইত সেই রাত্রে জমিদার বাড়ী আক্রমণ করিল—জমিদার ও জমিদার গিন্নি দোতালা হইতে জমাদার! জমাদার!! বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। জমাদার-সহ তাঁহার সৈন্য সামন্ত সকলেই ভাঙের নেশায় বিভোর। ডাকাইতরা, জমি-দার পরিবারের সকলকে প্রহার করিয়া ধনরত্ন সব লুট করতঃ অক্ষত শরীরে প্রস্থান করিল। পরদিন প্রাতে জমিদার তাঁহার দেশোয়ালী বীরবৃন্দের সেনা-পতি জমাদারজীকে ডাকিয়া বলিলেন—জমাদার, তোমাদের এতগুলি ভূতকে আমি ঘি রুটি নগদ টাকা দিয়া পুষিতেছি। কুস্তি কসরৎ করিয়া রোজ খিদে বাড়াও আর দের দের আটা ধ্বংস কর। গল্পও করো যে সব হাম্ লোগ পালোয়ান। কি করলে আমার সব ডাকাইতে লুট ক'রে নিয়ে গেল? সিদ্ধি খাইয়া অজ্ঞান ছিলাম—এ কথা তো বলা চলে না। জমাদারজী বুদ্ধি করিয়া কৈফিয়ৎ দিলেন—ক্যা করেঙ্গে হুজুর! হাম লোগন কা এক হাতমে ঢাল, এক হাতমে তলোয়ার! দোনো হাত বন্দ্। ক্যা করেঙ্গে হুজুর। তাই মনে হয়। প্রমাণ না হলে দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি ই সব অপরাধে দণ্ড হবে কেমন করিয়া।

বিভাগীয় কোনও অসাধু ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এই সব চোর ডাকাইতকে ছাড়িয়া দেয় বলিয়া, ক্রমশঃ পরিদর্শন করিবার জন্য একজন, তার উপর একজন, তার উপর একজন, এই ভাবে এক এক বিভাগে কত কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু দুষ্কার্য্যকারী অপরাধীর সংখ্যা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না।

এক রাজার গোশালায় অনেক দুগ্ধবতী গাভী ছিল। গোশালার ভারপ্রাপ্ত একজন গোয়ালা প্রত্যহ দুগ্ধ দোহন করিয়া রাজবাড়ীতে দিয়া যাইত। একদিন রাজা নিজে গোশালায় উপস্থিত হইয়া সব গরুর দুধ একত্র করিয়া ওজন করিলেন। ভারপ্রাপ্ত গোয়ালা রোজ নিজের খাবার জন্য এক সের দুধ রাখিয়া দিত। বাকি খাঁটি দুধ

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহকুমার ডাক-তার ই ডি পদযাত্রীদের সম্বর্ধনা সভা

রঘুনাথগঞ্জ বড় ডাকঘরের রিক্রিয়েশন ক্লাবে গত ১৭ এপ্রিল এই ডাকঘরের অধীনস্থ সমস্ত ই ডি কর্ম্মচারীরা মিলিত হ'য়ে ফরাক্কা হ'তে কলকাতা পর্য্যন্ত এই মহকুমার যে সব ডাক-তার ই ডি কর্ম্মচারী পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদিকে সম্বর্ধিত করতে এক সভার আয়োজন করেন। এই সভায় প্রায় দু'শত ই ডি কর্ম্মী জমায়েত হন ও নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। প্রীতিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে পরবর্তী আন্দোলনের বিভিন্ন কর্ম্মসূচী প্রয়োজনে সম্পূর্ণ কাজ বন্ধের কর্ম্মসূচীও গৃহীত হয়। সভা পরিচালনা করেন জেলার বিশিষ্ট ডাক কর্ম্মীদের নেতা ও জেলা সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাস। এই সভার আয়োজন করেন রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরের ই ডি কর্ম্মচারীবৃন্দ।

দুর্নীতি দমন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

রাজবাড়ী দিয়া আসিত। রাজার দুধ ওজন করার পরদিন হইতে গোয়ালা প্রত্যহ নিজের জন্য এক সের দুধ রাখিয়া ওজন করিয়া দেখিত। রাজার নির্দ্ধারিত দুগ্ধ না জমিলে, জল মিশাইয়া সেই পরিমাণ দুধ ঠিক করিয়া রাজার নিকট হাজির করিত। একদিন একজন সিপাহী রাজাকে বলিল—হুজুর গোয়ালা রোজ এক সের দুধ খাবার জন্য রাখিয়া সেই পরিমাণ জল দুধে মিশাইয়া ওজন ঠিক করে। রাজা পরদিন হইতে সেই সিপাহীকে গোশালায় পাহারা দিবার জন্য আদেশ করিলেন। গোয়ালার এক সের আর সিপাহীর দেড় সের মোট আড়াই সের খাঁটি দুধের পরিবর্তে আড়াই সের জল পরদিন হইতে দুধে মিশিতে আরম্ভ করিল। রাজা একদিন গোশালায় গেলে পর একজন রাজকর্ম্মচারী রাজাকে বলিলেন—ধর্ম্মাবতার, এই সিপাহী রোজ গোশালা হইতে ঘটি করিয়া দুধ লইয়া বাসায় যায়। রাজা সেদিন হইতে সেই কর্ম্মচারীকেও গোশালায় খবরদারি করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। সেদিন হইতে গোয়ালার এক সের, সিপাহীর দেড় সের, বাবুটির আড়াই সের মোট পাঁচ সের দুধের পরিবর্তে জল মিশ্রিত দুগ্ধ রাজার ভোগে লাগিতে আরম্ভ হইল। রাজা একদিন গোয়ালা দুধ আনার পর দুধ ঢালিবার সময় দেখিলেন দুধে একটি পুকুরের ছোট মাছ ভাসিতেছে গোয়ালাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় গোয়ালা জবাব দিল—হুজুর যেইসা কড়া আইন বানায়া ইসমে কব দেখেঙ্গে দুধমে রোহু (রুইমাছ) কুদেগা। অর্থাৎ রুইমাছ লাফাইবে। আমাদের দেশে চুরি ডাকাতি ধরিবার যে সব পন্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে চোর বেচারীদের প্রাপ্যই যেন কমিয়া আসিতেছে। চোর-ধরা চোর ক্রমশঃ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে।

বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, জঙ্গিপুর সাহেববাজারস্থিত নিউ শান্তিপুর শাল রিপেয়ারিং হাউস, রঘুনাথগঞ্জ সুপার মার্কেটস্থিত হোয়াইট হাউসের ভালো-মন্দের সঙ্গে আর যুক্ত থাকছে না। যাঁহা হোয়াইট হাউসে কাজ করাবেন তাঁরা নিজের ও হোয়াইট হাউসের দায়িত্বেই তা করাবেন।

আমবাগান বিক্রী

জঙ্গিপুর শহরের মহম্মদপুর পল্লীতে সদর রাস্তার উপর দু'বিঘার একটি আম বাগান বিক্রী করা হবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

বন্ধু-প্রেস
জঙ্গিপুর

টেণ্ডার

মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ অধীন প্রাথমিক ও নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুদের টিফিনের জন্য ৪৫০ গ্রাম (৭৫ গ্রামের সমান ছয় ভাগে বিভক্ত) ওজনের টাট্কা পাউরুটী সরবরাহের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

টেণ্ডার সম্পর্কীয় সকল তথ্যাদি জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ কার্য্যালয় হইতে জানিয়া লইতে হইবে।

২রা মে, ১৯৮৩ বেলা ১ ঘটিকা পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে।

স্বাঃ অরুণ ভট্টাচার্য্য
সভাপতি,
তদর্থক কমিটি,
জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ : মুর্শিদাবাদ

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চ্চেন্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্রাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে
ষ্টোন চীপস, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যব্হারের
জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার
স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।
এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।
সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)
মুর্শিদাবাদ

দাস অটো ইলেকটিক্যাল ওয়ার্কস
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ফোন নং : ২৬২
চৌধুরী ভাই
১৮, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর
॥ চার্চের মোড় ॥
গুড ইয়ার কোং নির্মিত সেরা বেলটিং এবং পাম্পসেট্
ও বড় ইঞ্জিনের পার্টস পাওয়া যায়।
চৌধুরী হাইওয়ে সার্ভিস, বহরমপুরের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

পরিকল্পনা ভেস্তে গেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ মূলতঃ কিছুই করেননি। মন্ত্রীর চাপে পড়ে, তাঁকে সন্তুষ্ট করতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের মধ্যে জমিগ্রহণ পর্বটি সমাধান করতে সচেষ্ট হননি ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। সেতুটি যেখানে নির্মিত হবার কথা সেখানে বর্তমানে একটি সরকারী ফেরীঘাট চালু রয়েছে। এবং আশপাশের জমি রাজ্য সরকারের নিজস্ব। প্রয়োজনীয় জমির নিয়ন্ত্রক রঘুনাথগঞ্জের জে এল আর ও অফিস। অথচ এ পর্যন্ত ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ একটি বারের জন্যও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। রাজ্যে ক্ষমতাসীন সি পি এমের স্থানীয় নেতারাও ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের কাজ-কর্মে ক্ষুব্ধ। তাদের এক নেতা বালক মুখার্জি নিজে উদ্যোগী হয়ে এ ব্যাপারে বার বার সরকারী দপ্তরগুলিতে খোঁজ খবর নিয়েছেন। তাঁর মতে সেতুটি নির্মাণের ব্যাপারে রাজ্য সরকার সমস্ত রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন। জমিও দিতে রাজী। তবু 'জমি অধিগ্রহণ না হওয়ার' অজুহাতে বার বার সেতু তৈরীর পরিকল্পনাটি স্থগিত করার ঘটনা রীতিমত রহস্যজনক। অনেকেরই সন্দেহ শেষ পর্যন্ত হয়ত পরিকল্পনাটিই ভেস্তে দেওয়া হবে। এর বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছেন তাঁরা।

উচ্চ মাধ্যমিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পিতা রাধাগোবিন্দ মণ্ডল আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন। এই ঘটনা ঘটেছে ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষার সময়। বিনা কারণেই নাকি উৎপলের খাতা কেড়ে নেওয়া হয় পরীক্ষা শেষের এক ঘন্টা আগেই। রাধাগোবিন্দবাবু আরও জানান, তার ছেলে গত বছর মাধ্যমিকে ন্যাশান্যাল স্কলারশীপ পেয়েছিল। এ বছর জঙ্গিপুর কলেজে জঙ্গিপুর স্কুলের বহু পরীক্ষার্থী এক্সফেল হওয়ার দরুণ প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে জঙ্গিপুর স্কুল কেন্দ্রে কলেজের ছাত্র উৎপলের খাতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অভিযোগকারী এই 'অন্যায় আচরণে'র বিরুদ্ধে পর্ষদের কাছে অভিযোগ জানাবেন।

পুকুর চুরি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধরনের পুকুর চুরির ঘটনার সঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির এক সদস্য জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি জেলা শাসকের নজরে আনা হয়েছে।

প্রস্তাব কার্যকরী হয়নি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পদে পদে বিপন্ন নিরাপত্তা। ষ্টেশনের কিছু কর্মীও এর সঙ্গে জড়িত বলে অনেকেরই সন্দেহ। দিনের বেলায় হাজার হাজার লোকের আনাগোনায় জম-জমাট মিঞাপুর বাজারের রূপ রাতের অন্ধকারে কিন্তু বেশ বীভৎস। গ্রামের জনকয় যুবকের চেষ্টা সত্ত্বেও এ সব বন্ধ করা যায়নি। 'মিঞাপুরের উন্নয়নে পঞ্চায়েত কোন ভূমিকা নেননি'—অরুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিজয় দাস অবশ্য তা অস্বীকার করেন। গ্রামটির উন্নয়নে বিজয়বাবু স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে প্রস্তাব দেন প্রতিদিন ২৫ পয়সা করে উন্নয়ন তহবিলে জমা দিতে। একটি করে ভাঁড়ে জমা হবে সে পয়সা প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ঘরে। বৎসরান্তে সে টাকা এক করে মিঞাপুরের উন্নয়নকার্যে ব্যয় করা হবে। বিজয়বাবুর এ প্রস্তাব এ যাবৎ কার্যকরী হয়নি। চুরি-ছিনতাই বন্ধ করতে বিজয়বাবুর অন্য একটি প্রস্তাব পঞ্চায়েতের সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যরা নাকচ করে দেন। প্রস্তাবটি ছিল উমরপুর মোড় থেকে জঙ্গিপুর হাসপাতাল পর্যন্ত বৈদ্যুতিক বাতি দেওয়ার। বিজয়বাবু চেয়েছিলেন পঞ্চায়েতের টাকায় ঐ নাবুঁ প্রস্তাবটি কার্যকরী করতে। শেষ পর্যন্ত তা বাতিল হয়। এই ভাবে গ্রামীণ উন্নয়নে বহু প্রস্তাবই বাতিল হয়ে গেছে দশ বছরে। সামান্য ড্রেনেজ ব্যবস্থাটাও করা হয়নি এখানে। পঞ্চায়েতের নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে এ বছরের ৫ জানুয়ারী। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে তা কোন আশার আলো জাগাতে পারেনি। পাশের গ্রাম বাণীপুরেই একটি জুনিয়ার হাই স্কুল। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস চালানো হলেও স্কুলটির অনুমোদন ষষ্ঠ শ্রেণীর। ফলে স্থানীয় এলাকার ছেলে-মেয়েদের দুর্ভোগের শেষ নেই। দুর্ভোগ রেল ষ্টেশন গেটটি নিয়েও কম না। মিনিটে মিনিটে জ্যাম হয়ে তা পথ চলাচলে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। সেখানে একটি ওভারব্রীজের দাবী বহুবার জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। তবু টনক নড়েনি কারও।

বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ আইলের উপরে বয়স্ক শিক্ষার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় (প্রাথমিক) চালু করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করেন বিডিও নিখিলরঞ্জন মণ্ডল। প্রায় পঞ্চাশ জন বয়স্ককে নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে সেখানে। স্থানীয় তিনজন যুবকের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে বিদ্যালয়টি চলছে। শুরু থেকে এরা সরকারী আনুকূল্য আশা করে। এর পূর্বে এ অঞ্চলে এ রকম নৈশ বয়স্ক বিদ্যালয় চালু হয়নি। স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় একটা টালির ঘর তুলতে এরা সক্ষম হয়েছেন।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

দোতলা পাকা বাড়ী বিক্রয়
দফরপুর শিবতলা চৌরাস্তার মোড়ে ভদ্র পরিবেশে ছয়খানা ঘর, সেনিটারী পায়খানা, বাথরুম, ডিপ-টিউব-ওয়েল বিশিষ্ট বাড়ী তৎসংলগ্ন ভিটি ৪½ শঃ (গোয়ালবাড়ী কুয়ো পায়খানাসহ), ২½ শঃ, ৩০ শঃ আমবাগান ৪৩½ শঃ, ১০৮ শঃ, ৬১ শঃ সত্বর যোগাযোগ করুন। শ্রীপীযূষকান্তি রায় প্রযত্নে শ্রীবলরাম চক্রবর্ত্তী, রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা।

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।